গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
www.bpsc.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি

নং-৮০.২০০.০৫৬.০০.০১.০২৬.২০১৫-৩৪৬ তারিখ : ২৬/০৭/২০১৫।

ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল,সিলেট ও রংপুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিতব্য ৩৫তম বিসিএস-এর আবশ্যিক ও পদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি :

আবশ্যিক বিষয়সমূহ :

তারিখ ও দিন	সময় ঃ সকাল ১০টা - দুপুর ২টা (৪ ঘন্টা)
	বিষয়ের নাম ও বিষয় কোড
০১-০৯-২০১৫ মঙ্গলবার	ইংরেজি (০০৩) (সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)
০২-০৯-২০১৫ বুধবার	বাংলাদেশ বিষয়াবলি (০০৫) (সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)

তারিখ ও দিন	সময় ঃ সকাল ১০টা - দুপুর ১টা (৩ ঘন্টা)	সময় ঃ বিকাল ২.০০ – ৫.০০টা (৩ ঘন্টা)
	বিষয়ের নাম ও বিষয় কোড	বিষয়ের নাম ও বিষয় কোড
০৩-০৯-২০১৫ বৃহস্পতিবার	গাণিতিক যুক্তি (০০৮) ২ঘন্টা ও মানসিক দক্ষতা (০০৯) ১ ঘন্টা (সাধারণ ও কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)	আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি (০০৭) (সাধারণ এবং কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)
০৬-০৯-২০১৫ রবিবার	সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (০১০) (শুধুমাত্র সাধারণ ক্যাডারের জন্য)	—

তারিখ ও দিন	বিষয়ের নাম ও বিষয় কোড
০৭-০৯-২০১৫ সোমবার	সময় ঃ (১০টা - ২টা) ৪ ঘন্টা (ক) বাংলা ১ম ও ২য় পত্র (০০২) (সাধারণ এবং কারিগরি /পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য)
	সময় ঃ (১০ টা - ১টা) ৩ ঘন্টা (খ) বাংলা- ১ম পত্র (০০১) (শুধুমাত্র কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের জন্য)

পদসংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহ :

তারিখ ও দিন	সময় ঃ সকাল ১০টা - দুপুর ২টা (৪ ঘন্টা)	তারিখ ও দিন	সময় ঃ সকাল ১০টা - দুপুর ২টা (৪ ঘন্টা)
	বিষয়ের নাম ও বিষয় কোড		বিষয়ের নাম ও বিষয় কোড
০৯-০৯-২০১৫ বুধবার	(১) ইংরেজি (১২১)	১৫-০৯-২০১৫ মঙ্গলবার	(১) রাষ্ট্রবিজ্ঞান (৩৪১) (২) মৎস্য (৮৩১)
১০-০৯-২০১৫ বৃহস্পতিবার	(১) রসায়ন (৫৩১) (২) ব্যবস্থাপনা (৭৩১)	১৬-০৯-২০১৫ বুধবার	(১) গণিত (৫৫১) (২) পরিসংখ্যান (৯৮১)
১২-০৯-২০১৫ শনিবার	(১) সমাজ বিজ্ঞান (৩৫১) (২) উদ্ভিদ বিদ্যা (৫৮১)	১৭-০৯-২০১৫ বৃহস্পতিবার	(১) বাংলা (১১১) (২) সমাজ কল্যাণ (৩৬১)
১৩-০৯-২০১৫ রবিবার	(১) হিসাব বিজ্ঞান(৭০১) (২) ইসলামি শিক্ষা (২০১)	০১-১০-২০১৫ বৃহস্পতিবার	(১) কৃষি (৮০১) (২) মৃত্তিকা বিজ্ঞান (৬২১) (৩) মনোবিজ্ঞান (২৭১)
১৪-০৯-২০১৫ সোমবার	(১) মেডিকেল সায়েন্স (৭৭১) (২) ডেন্টাল সায়েন্স (৭৯১)	০৩-১০-২০১৫ শনিবার	(১) পুরকৌশল (৮৮১) (২) প্রাণ রসায়ন (৬০১) (৩) যন্ত্রকৌশল (৯০১) (৪) গার্হস্থ্য অর্থনীতি (৫৯১) (৫) কম্পিউটার সায়েন্স (৮৭১)

ক্রমশ/২

০৪-১০-২০১৫ রবিবার	(১) ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং (৭১১) (২) খাদ্য ও পুষ্টি বিজ্ঞান (৬৬২) (৩) শিক্ষা (২২১) (৪) ফলিত রসায়ন (৫৪১) (৫) বনবিদ্যা (৮৭১)	০৭-১০-২০১৫ বুধবার	(১) পদার্থ বিদ্যা (৫১১) (২) আরবি (১৩১) (৩) পশু পালন (৮৩১) (৪) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (১৯১)
০৫-১০-২০১৫ সোমবার	(১) অর্থনীতি (৩১১) (২) ইতিহাস (১৮১)	০৮-১০-২০১৫ বৃহস্পতিবার	(১) মার্কেটিং (৭২১) (২) ভূতত্ত্বকৌশল (৮৯১) (৩) ফলিত গণিত (৫৬১) (৪) ফলিত পদার্থ (৫২১) (৫) ইলেকট্রনিক্স (২৭১)
০৬-১০-২০১৫ মঙ্গলবার	(১) ভূগোল ও পরিবেশ (৩১১) (২) দর্শন (২১১) (৩) প্রাণিবিদ্যা (৫৯১) (৪) পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান (৮৪১)	১০-১০-২০১৫ শনিবার	(১) ব্যবহারিক শিক্ষকলা (৬৭১) (২) অফিস অটিস (৪৬৯) (৩) পালি (১৬১) (৪) সংস্কৃত (১৫১) (৫) শিশু বিকাশ ও সামাজিক সম্পর্ক (৬৪১) (৬) বস্ত্রপরিচ্ছদ ও বয়নশিল্প (৬৮১) (৭) ব্যবসায় প্রশাসন (৭৪১) (৮) কৃষি অর্থনীতি (৮১১) (৯) গ্রন্থিপ (৪২১) (১০) গৃহ ব্যবস্থাপনা ও গৃহায়ন (৬৫১)

পরীক্ষা সংক্রান্ত জরুরি নির্দেশাবলি :

১. (ক) ২০০ (দুইশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৪(চার) ঘণ্টা এবং ১০০(একশত) নম্বরের প্রতিটি বিষয়ের লিখিত পরীক্ষার সময় হবে ৩(তিন) ঘণ্টা।

(খ) প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা আবশ্যক।

(গ) লিখিত পরীক্ষায় গড় ন্যূনতম পাস নম্বর হবে ৫০%। লিখিত পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী কোনো বিষয়ে ৩০% নম্বরের কম পেলে তিনি উক্ত বিষয়ে কোনো নম্বর পাননি বলে গণ্য হবে। কেবল লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন।

(ঘ) **লিখিত এবং মৌখিক উভয় পরীক্ষায় পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে।**

(ঙ) সাধারণ ক্যাডারের সঙ্গে কারিগরি/পেশাগত উভয় ক্যাডারের জন্য পছন্দ দানকারী এবং শুধু কারিগরি/পেশাগত ক্যাডারের জন্য পছন্দ দানকারী প্রার্থীর বেলায় কারিগরি/পেশাগত ক্যাডার সংশ্লিষ্ট পদ বা সার্ভিসের জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ২০০ নম্বরের ৪ ঘণ্টা সময়ের একটি একক বিষয়ের লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

২. **প্রার্থীদেরকে বিশেষভাবে সতর্ক করা হচ্ছে যে, উত্তরপত্রে রেজিঃ নম্বর সঠিকভাবে না লিখলে এবং সঠিকভাবে বৃত্ত পূরণ না করলে অথবা কোনোরূপ কাটাকাটি করলে প্রার্থিতা বাতিল হবে।**

৩. লিখিত পরীক্ষার জন্য প্রার্থীর নামে নতুন করে কোনো প্রবেশপত্র জারি করা হবে না। প্রিলিমিনারি (MCQ) টেস্টের জন্য প্রাপ্ত প্রবেশপত্র লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত হবে। কাজেই প্রার্থীদেরকে প্রিলিমিনারি (MCQ) টেস্টের জন্য অনলাইনে গৃহীত প্রবেশপত্র সাবধানতার সাথে সংরক্ষণ করতে হবে এবং প্রত্যেক পরীক্ষার দিন প্রবেশপত্রসহ পরীক্ষার হলে উপস্থিত হতে হবে। প্রবেশপত্রের ২য় পৃষ্ঠায় প্রদত্ত নির্দেশাবলি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়ে তদনুযায়ী অনুসরণ করতে হবে। **প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না।**

৪. **ভুয়া প্রার্থীদের বিরুদ্ধে বিশেষ তল্লাশি অভিযান পরিচালনার ব্যবস্থা করা হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রে বই-পুস্তক, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, ঘড়ি সদৃশ মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর বা কোনোরূপ ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্র আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। উপরিউক্ত নিষিদ্ধ সামগ্রীসহ কোনো প্রার্থী পরীক্ষা হলে প্রবেশ করতে পারবে না। পরীক্ষা হলের গেটে মোবাইল ফোন এবং নিষিদ্ধ সামগ্রীর জন্য বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালানো হবে। পরীক্ষা হলের গেটে ম্যাজিস্ট্রেট-পুলিশের উপস্থিতিতে নিষিদ্ধ ঘোষিত উল্লিখিত সামগ্রী এবং প্রবেশপত্র চেক করে প্রার্থীদের হলে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হবে। পরীক্ষা চলাকালে পরীক্ষা কক্ষে কোনো প্রার্থীর নিকট মোবাইল ফোন/ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্র বা নিষিদ্ধ ঘোষিত উল্লিখিত সামগ্রী পাওয়া গেলে বিজ্ঞাপনের শর্তানুযায়ী তা বাজেয়াপ্ত করে তার প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। উক্ত প্রার্থীকে হল থেকে বহিষ্কার করে তার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ভবিষ্যতে কমিশন কর্তৃক গৃহীত যেকোনো নিয়োগ পরীক্ষার জন্য এ ধরনের প্রার্থীকে অযোগ্য ঘোষণা করা হবে। কাজেই পরীক্ষার দিন কোনোভাবেই মোবাইল ফোন বা কোনো প্রকার ইলেকট্রনিক যোগাযোগযন্ত্র এবং উল্লিখিত নিষিদ্ধ সামগ্রী সঙ্গে না আনার জন্য প্রার্থীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।**

ক্রমশ/৩

৫. Admit Card হারিয়ে গেলে/চুরি বা নষ্ট হয়ে গেলে এবং User ID/ Password ভুলে গেলে কমিশনের Website এর সংশ্লিষ্ট Home page এর Admit Card Menu তে ক্লিক করলে User Recovery ও Password Recovery বাটন দেখা যাবে উক্ত বাটনে ক্লিক করে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে Submit করলে প্রয়োজনীয় এবং কাঙ্ক্ষিত তথ্যাবলি পাওয়া যাবে এবং Admit Card download করে প্রিন্ট করা যাবে।

৬. হাজিরা তালিকায় প্রত্যেক প্রার্থীর রেজিঃ নম্বর এবং নামের পাশে প্রবেশপত্রের অনুরূপ ছবি এবং স্বাক্ষর মুদ্রিত থাকবে। পরীক্ষার শুরুতেই প্রবেশপত্রের ছবি ও স্বাক্ষরের সঙ্গে হাজিরা তালিকার ছবি ও স্বাক্ষর মিলিয়ে দেখা হবে; মিল না থাকলে উক্ত পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার এবং তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৭. পরীক্ষা কক্ষে পরিদর্শকগণ প্রার্থীর প্রবেশপত্রের ছবি, রেজিঃ নম্বর এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (প্রয়োজনে) পরীক্ষা করবেন। প্রবেশপত্রে উল্লিখিত রেজিঃনম্বর এবং নাম সঠিকভাবে উত্তরপত্রের যথাস্থানে প্রার্থী লিখেছেন কিনা এবং প্রার্থীর সাথে প্রবেশপত্র ও হাজিরা তালিকার ছবির মিল রয়েছে কিনা পরীক্ষান্তে তা নিশ্চিত হয়ে পরিদর্শক হাজিরা তালিকায় প্রার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন এবং হাজিরা তালিকায় পরিদর্শকের জন্য নির্ধারিত স্থানে পরিদর্শক স্বাক্ষর করবেন। প্রার্থীর ছবি,স্বাক্ষর, প্রবেশপত্র এবং উত্তরপত্রের নাম ও রেজিঃ নম্বরের কোনোরূপ গরমিলসহ অনিয়ম ধরা পড়লে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিলসহ তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮. লিখিত পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ মিনিট পর কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষা কক্ষে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

৯. পরীক্ষার দিনসমূহে জাতীয় পরিচয়পত্র সাথে রাখার জন্য প্রার্থীদেরকে অনুরোধ করা হলো। তবে এটি বাধ্যতামূলক নয়।

১০. অন-লাইনে প্রার্থী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য এবং বিজ্ঞাপনের ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রদত্ত ডিক্লারেশন এর ভিত্তিতে প্রার্থীকে অনলাইনে প্রবেশপত্র প্রদান করা হয়েছে। বিজ্ঞাপনের ৮নং অনুচ্ছেদের শর্ত পূরণে ব্যর্থ হলে এবং বিজ্ঞাপনের ২০ নং অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী প্রার্থীর আবেদনপত্রে কোনো **Substantive** ত্রুটি ধরা পড়লে পরীক্ষার আগে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে উক্ত প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে।

১১. এ পরীক্ষায় যেকোনো অসদুপায় অবলম্বনের জন্য প্রার্থীকে হল হতে বহিষ্কার করা হবে। উল্লেখ্য, কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় নকল করলে বা অন্য কোনো অসদুপায় অবলম্বন করলে বা কোনো অসদাচরণের জন্য দোষী সাব্যস্ত হলে বিজ্ঞাপনের ৩৫নং অনুচ্ছেদের সিদ্ধান্ত এবং পরীক্ষায় অপরাধমূলক আচরণের জন্য শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নীতিমালা-২০০০ অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাছাড়া তাকে ভবিষ্যতে কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোনো পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে না এবং কমিশন কর্তৃক বিজ্ঞাপিত অন্য কোনো পদের জন্য তিনি আবেদন করতে পারবেন না। প্রয়োজনে মামলা দায়ের পূর্বক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতেও উক্ত প্রার্থীকে সোপর্দ করা হবে।

১২. ৩৫তম বিসিএস এর লিখিত পরীক্ষার প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মধ্যে যাদের শ্রুতিলেখক প্রয়োজন, তাদের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্স এর ২৫(বি) এবং ২৫(এ) ধারা অনুযায়ী শ্রুতিলেখকের জন্য কমিশনে আবেদন করতে হবে।

শ্রুতিলেখকের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ডিন্যান্সের ধারা :

"25(b): The amanuensis must be of a lower grade of education than the candidate and must not be attached to the insititution to which the candidate belongs."

প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মধ্যে যাদের শ্রুতিলেখক প্রয়োজন তাদেরকে শ্রুতিলেখকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সংক্রান্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্সের ধারা ২৫(বি) অনুযায়ী সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত শ্রুতিলেখকসহ পরীক্ষা হলে উপস্থিত হতে হবে। কমিশনের অনুমোদন ছাড়া নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতা বহির্ভূত কোনো ব্যক্তিকে শ্রুতিলেখক হিসেবে আনা হলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। শ্রুতিলেখক হিসেবে যিনি প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীকে সহায়তা প্রদান করবেন তার শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ, ৩ কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, শ্রুতিলেখক বর্তমানে অধ্যয়নরত থাকলে সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্র, প্রত্যয়নপত্রের সত্যায়িত কপি এবং উক্ত অর্ডিন্যান্সের ২৫(এ) ধারা অনুযায়ী শ্রুতিলেখকের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ডাক্তারি প্রত্যয়নপত্রসহ আগামী ১৩-০৮-২০১৫ তারিখের মধ্যে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার), বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-এর দফতরে আবেদন পৌঁছাতে হবে।

প্রতিবন্ধী প্রার্থীর আবেদনের প্রেক্ষিতে কেবল কর্ম কমিশন হতে অনুমোদিত **শ্রুতিলেখককে** ছবি সম্বলিত অনুমতিপত্র প্রদান করা হবে। কাজেই শ্রুতিলেখককে কেবল কমিশন হতে ইস্যুকৃত ছবিযুক্ত অনুমতিপত্রসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিবন্ধী প্রার্থীর সাথে পরীক্ষা হলে উপস্থিত হতে হবে। কর্ম কমিশনের পূর্বানুমোদন ছাড়া নির্ধারিত শিক্ষাগত যোগ্যতার বহির্ভূত কোনো শ্রুতিলেখককে পরীক্ষা হলে গ্রহণ করা হবে না।

ক্রমশ/৪

১৩. ৩৫তম বিসিএস -এর লিখিত পরীক্ষা **Double Lithocode** এবং **Barcode** সংবলিত লিথোকোডযুক্ত উত্তরপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে বিধায় প্রচলিত উত্তরপত্রের ১ম পৃষ্ঠায় লিথোকোডের একটি **OMR** কম্পিউটার ফরম সংযুক্ত থাকবে। উক্ত **OMR** ফর্মের উপরে প্রার্থী কর্তৃক পূরণীয় প্রথম অংশটি প্রার্থীকে নিম্নোক্ত নির্দেশমতে পূরণ করতে হবে :

১. লিখিত পরীক্ষার দিনসমূহে প্রার্থীদের লিথোকোডযুক্ত একটি মূল উত্তরপত্র দেয়া হবে। সংযুক্ত লিথোকোড ফরম এ প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত প্রথম অংশে প্রার্থী তার নাম লিখবেন, বিষয় কোডের ঘরে এই পরীক্ষাসূচির প্রথমাংশে আবশ্যিক/পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের নামের পাশে উল্লিখিত প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য তিন ডিজিটের কোড নম্বরটি প্রার্থী লিথোকোড ফর্মের 'বিষয় কোডের' ঘরের উপরের ফাঁকা অংশে লিখে নীচের সংশ্লিষ্ট ৩টি বৃত্ত কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দিয়ে পূরণ করবেন। যেমন 'ইংরেজি' বিষয়ের কোড ০০৩। সেক্ষেত্রে বিষয় কোডের ঘরে ০০৩ লিখে নীচের কোডের সংশ্লিষ্ট ৩টি বৃত্ত পূরণ করতে হবে।

২. প্রার্থীদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬(ছয়) ডিজিট সংবলিত। রেজিঃ নম্বরের ঘরে প্রার্থীর প্রবেশপত্রে উল্লিখিত রেজিঃ নম্বরটি উপরের ঘরে লিখবেন। কোনো প্রার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ৬ ডিজিটের কম সংখ্যার হলে বামদিকের ঘর/ঘরগুলো ০ (শূন্য) দিয়ে পূরণপূর্বক রেজিস্ট্রেশন নম্বরের ডিজিটসমূহ (সংখ্যাসমূহ) উত্তরপত্রের লিথোকোডের সংশ্লিষ্ট ঘরে কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দিয়ে লিখে নীচের সংশ্লিষ্ট বৃত্তসমূহ ভরাট করবেন।

৩. নামের ঘরে প্রার্থীর আবেদনপত্রে এবং প্রবেশপত্রে উল্লেখ অনুযায়ী প্রার্থী তার নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষরের ঘরে প্রবেশপত্রের অনুরূপ স্বাক্ষর করবেন। পরীক্ষার নামের ঘরে '৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা' এবং বিষয়ের ঘরে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নাম লিখবেন।

৪. পরীক্ষা কেন্দ্রের ঘরে প্রার্থীর জন্য প্রযোজ্য বৃত্তটি তিনি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দিয়ে পূরণ করবেন।

৫. অতিরিক্ত খাতার ক্রমিক নম্বরের ঘরটি প্রযোজ্য সংখ্যা দিয়ে পূরণ করতে হবে। কোনো প্রার্থী ১টি অতিরিক্ত খাতা নিলে প্রথম বৃত্ত, ২টি খাতা নিলে ২য় বৃত্ত এবং ৩টি খাতা নিলে ৩য় বৃত্তটি কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দিয়ে পূরণ করবেন।

৬. **বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, উত্তরপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় সংযুক্ত লিথোকোড ফরম-এর প্রথম অংশে কেন্দ্র, রেজিঃনম্বর, বিষয়কোড, অতিরিক্ত খাতার নম্বর এর ঘরে কোনোরূপ কাটাকাটি করলে এবং লিথোকোড অংশে কোনো দাগ দিলে উক্ত উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।**

৭. মূল এবং অতিরিক্ত উত্তরপত্রে প্রার্থী তার নাম,রেজিঃ নম্বর ইত্যাদি কোনোভাবেই লিখবেন না। লিখলে বা কোনোরূপ চিহ্ন দিলে উত্তরপত্রটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৮. গাণিতিক যুক্তি এবং মানসিক দক্ষতার জন্য পরীক্ষার দিন এক সঙ্গে দু'টি উত্তরপত্র (২ঘন্টা সময়ের গাণিতিক যুক্তি পরীক্ষার জন্য লিথোকোডফরম যুক্ত সাদা খাতা এবং ১ঘন্টা সময়ের মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার জন্য এক পাতার OMR উত্তরপত্র) দেয়া হবে। প্রথম ২ঘন্টা গাণিতিক যুক্তির উত্তর দিতে হবে। ২ ঘন্টা পর গাণিতিক যুক্তির উত্তরপত্র তুলে নিয়ে মানসিক দক্ষতার প্রশ্নপত্র দেয়া হলে মানসিক দক্ষতা পরীক্ষার জন্য প্রদত্ত কম্পিউটারাইজড (OMR) উত্তরপত্রে উত্তর দেয়া শুরু করতে হবে। **কালো কালির বল পয়েন্ট কলম দিয়ে OMR উত্তরপত্রের বৃত্ত ভরাট করতে হবে। পেন্সিল দিয়ে বৃত্ত ভরাট করা যাবে না।**

৯. **MCQ type** মানসিক দক্ষতা বিষয়ের পরীক্ষায় মোট ৫০ (পঞ্চাশ) টি প্রশ্ন থাকবে। প্রার্থী প্রতিটি শুদ্ধ উত্তরের জন্য ০১(এক) নম্বর পাবেন, তবে প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০.৫ নম্বর কাটা যাবে।

১০. **MCQ type** মানসিক দক্ষতা বিষয়ের পরীক্ষার **OMR** উত্তরপত্রের ১ম অংশে পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১০(দশ) মিনিটের মধ্যে প্রার্থী তার কেন্দ্রের বৃত্ত পূরণ করবেন, রেজিঃ নম্বরের ঘরে রেজিঃ নম্বর লিখে এবং বিষয়ের ঘরে বিষয়কোড লিখে সংশ্লিষ্ট বৃত্তসমূহ পূরণ করবেন। ১০(দশ) মিনিট পর কক্ষ পরিদর্শক উত্তরপত্রের ১ম অংশ ২য় অংশ হতে ছিঁড়ে আলাদা করে হাজিরা তালিকার সাথে মিলিয়ে নির্ধারিত বক্সে ভরে নিয়ন্ত্রণ কক্ষে জমা দিবেন। ২য় অংশটি ৫০ (পঞ্চাশ) টি উত্তরের জন্য নির্ধারিত। ২য় অংশে কোনোভাবেই প্রার্থী নাম,রেজিঃ নম্বর লিখবেন না বা কোনোরূপ দাগ বা চিহ্ন দিবেন না। এই নির্দেশনা অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল হবে।

১১. আবশ্যিক ও পদসংশ্লিষ্ট বিষয়ের পরীক্ষার হল, আসন ব্যবস্থা পরবর্তীতে দৈনিক পত্রিকা এবং পিএসসি'র ওয়েবসাইট এর মাধ্যমে জানানো হবে।

২৬.৭.১৫

(আ.ই.ম. নেছার উদ্দিন)
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (ক্যাডার)।

[পড়াশোনা এবং জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করুন; চাকরির ক্ষেত্রে কোনোরূপ তদবির প্রার্থীর অযোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে।]